দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

54

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ফলে, মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার উচ্চাশা ব্যাহত হচ্ছিল। এ অভাব মোচন করার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ইসলামী আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হতে পারবে কি-না তা নিয়ে দেশবাসীর মনে প্রথমেই সংশয় দেখা দিয়েছিলো। তাদের এ সংশয় যে অমূলক ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ২৮ জুন, '৮৬ তারিখ হতে ক্লাশ শুরু হবার পর থেকে। এক বছর গড়াতে না গড়াতেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ঘোর পরিপন্থী 'শহীদ মিনার' নির্মিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন নিয়ম কানুন এক বিশেষ মহল দ্বারা প্রতিনিয়ত সমালোচিত হচ্ছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এর পরিবেশকে কলুষিত করার পাঁয়তারা চলছে। এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাততালি না দিয়ে 'মারহাবা মারহাবা' বলা হয় কেন, 'শুভেচ্ছা বা স্বাগতম' এর পরিবর্তে 'আহলান ছাহলান' বলা হয় কেন ইত্যাদি ধরনের খুঁটিনাটি ইসলাম সমর্থিত নিয়ম-নীতিও সেই চেনা মহলের সমালোচনার দাবানল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখছে না যে, এটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক-ই এটি পরিচালিত হওয়ার কথা। কেননা, গাছ যখন আমের তখন সে গাছ থেকে আম ফলইতো পাওয়ার কথা, শেওড়া তো পাওয়ার কথা নয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের বক্তব্য হলো, এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যদি পুরোপুরি ইসলামী আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হতে পারে শুধু তবেই 'ইসলামী' শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সাথে যুক্ত থাক। নতুবা একে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক। কিন্তু 'ইসলামী' শব্দের লেবাস গায়ে রেখে অনৈসলামী কার্যকলাপ এর ভেতরে সংগঠিত হতে দেয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। কেননা, তাতে ইসলামের অবমাননা করা হবে। এ ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোহাম্মদ আলী,

শিক্ষা বনাম হরতাল

হরতাল দেশের অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি করে সেটা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু উন্নতির মূল কাঠামো যে শিক্ষা, তাতে কিভাবে আঘাত করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হরতাল হলেই শহরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখার কোন পথই থাকে না। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হরতাল হলেতো কোন কথাই নেই। কিন্তু হরতালে ছাত্রদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা কয়জন তলিয়ে দেখেন। ক্লাস না হওয়ার ফলে স্বভাবতই সেশন পিছিয়ে যায়। অথচ সেশন জট আমাদের অন্যতম সমস্যা, যা লেগেই আছে। সব কিছু বাদ দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাক। জুন মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। অথচ সেই পরীক্ষার তারিখ বার বার বদলাতে হচ্ছে শুধু হরতালের কারণে। এতে করে একজন ছাত্রের ক্ষতি হওয়াটাই অতি স্বাভাবিক।

যারা হরতাল ডাকেন তারা যদি সচেতন হয়ে থাকেন তবে তাদের অবশ্যই দেশের সার্বিক অবস্থা ভেবে হরতাল ডাকা উচিৎ। একদিকে ছাত্রদের অসুবিধা হচ্ছে, অন্যদিকে ছাত্ররাই সেই অসুবিধা ত্বরান্বিত করছেন। তাই সকল হরতাল আহবানকারীদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন অন্ততঃ ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধা বুঝে পদক্ষেপ নেন।

—শামীম আহমেদ দেওয়ান
আহসান উল্লাহ হল,
কক্ষ নং-৩১৮
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।